যুগান্তর

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ

# ছাত্রলীগের নির্যাতনে দুই শিক্ষার্থী আইসিইউতে

চট্টগ্রাম ব্যুরো

১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩, ০০:০০:০০ | প্রিন্ট সংস্করণ

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে (চমেক) ছাত্রলীগের নির্যাতনে গুরুতর আহত দুই শিক্ষার্থীকে ছাত্রাবাস থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বর্তমানে তারা চমেক হাসপাতালের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন।

চমেক সূত্র জানায়, বুধবার রাতে জাহিদ হোসেন ওরফে ওয়াকিল (২২), সাকিব হোসেন (২২), এসএ রায়হান (২১) ও মোবাশ্বির হোসেন (২২) নামে চার শিক্ষার্থীকে ডেকে একটি কক্ষে নিয়ে যায় ছাত্রলীগের একটি পক্ষ। সেখানে তাদের মারধর করা হয়। এরমধ্যে এসএ রায়হান ও মোবাশ্বির হোসেনকে বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তবে বুধবার রাত থেকে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ওয়াকিল এবং সাকিব হোসেনের ওপর নির্যাতন চলে। খবর পেয়ে রাতে দুই ছাত্রকে উদ্ধার করে চমেক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। প্রথমে স্টুডেন্ট ওয়ার্ডে ভর্তি করা হলেও পর তাদেরকে আইসিইউতে স্থানান্তর করা হয়। নির্যাতনের শিকার ৪ ছাত্রই

চমেকের ৬২তম ব্যাচের শিক্ষার্থী। শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরীর অনুসারী হিসাবে পরিচিত চমেক ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতাকর্মী তাদেরকে নির্যাতন করেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

নির্যাতনের বিষয়ে জানতে চাইলে চমেক ছাত্রলীগের মহিবুলপন্থী গ্রুপের নেতা অভিজিৎ দাশ যুগান্তরকে বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে কয়েকজন শিক্ষার্থী গোপনে শিবিরের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছিল। তারা সাধারণ শিক্ষার্থীদের দাওয়াত দেয়া, চা-চক্র করে মুটিভেট করছিল। এমন সংবাদ পেয়ে বুধবার তাদের রুমে (ছাত্রাবাসে) তল্লাশি চালিয়ে বিভিন্ন জিনিসপত্র পাওয়া যায়। যেখানে শিবিরের সংবিধান, কর্মপরিকল্পনা, সাথী সিলেবাস এবং সংগঠনে কারা জড়িত এমন তালিকা উদ্ধার করা হয়েছে। কিন্তু তারা স্বীকার না করায় তাদেরকে চড়-থাপ্পড় দেওয়া হয়েছিল। এর বাইরে কিছুই হয়নি।'

এ প্রসঙ্গে চমেকের সাবেক ছাত্রনেতা ও বাংলাদেশে মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন চট্টগ্রাম শাখার সাধারণ সম্পাদক ডা. মো. ফয়সাল ইকবাল চৌধুরী বলেন, 'আমাদের সময় ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রশিবির, ছাত্রদল সবাই ক্যাম্পাসে সক্রিয় ছিল। কিন্তু ২০১০-১২ সালের পর রাজনীতির প্রেক্ষাপট পরিবর্তন হয়ে গেছে। চমেকের দুই শিক্ষার্থীকে শিবির কিংবা জঙ্গি আখ্যা দিয়ে নির্যাতনের ঘটনা ন্যক্কারজনক। এটা কোনোভাবেই সুস্থ রাজনীতির বৈশিষ্ট্য হতে পারে না। যারা এ ধরনের কাজ করেছে তারা রাজনীতির জন্য নয়, ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করতে এসব করেছে।'

চমেক অধ্যক্ষ অধ্যাপক সাহেনা আক্তার বলেন, হাসপাতালে ভর্তি শিক্ষার্থীদের শারীরিক অবস্থা আশঙ্কামুক্ত। তাদের সঙ্গে কথা বলে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

জানা যায়, চমেকে ছাত্রলীগের দুটি গ্রুপ সক্রিয় রয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি দীর্ঘদিন সাবেক সিটি মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীনের নিয়ন্ত্রণে থাকলেও গত কয়েক বছর ধরে শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেলের অনুসারীরা সক্রিয় রয়েছে। এ নিয়ে দুগ্রুপের মধ্যে মাঝেমধ্যে সংঘর্ষ হয়। সর্বশেষ ২০২১ সালের ৩০ অক্টোবর ছাত্রলীগের দুপক্ষের মারামারির কারণে চমেক বন্ধ ঘোষণা করা হয়। তখন মহিবুলপন্থি মাহাদি জে আকিব নামের এক ছাত্র গুরুতর আহত হয়েছিলেন। তার মাথার খুলির হাড় ভেঙে গিয়েছিল। এরপর চমেক ক্যাম্পাসে রাজনৈতিক কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করা হয়।

---

সম্পাদক : **সাইফুল আলম**, প্রকাশক : **সালমা ইসলাম**

প্রকাশক কর্তৃক ক-২৪৪ প্রগতি সরণি, কুড়িল (বিশ্বরোড), বারিধারা, ঢাকা-১২২৯
থেকে প্রকাশিত এবং যমুনা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং লিঃ থেকে মুদ্রিত।

E-mail: jugantor.mail@gmail.com

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত

এই ওয়েবসাইটের কোনো লেখা, ছবি, অডিও, ভিডিও অনুমতি ছাড়া ব্যবহার বেআইনি।

Developed by The Daily Jugantor © 2023